যুগান্তর

তারিখ ... 10 JAN 2014 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৮ ...

রাষ্ট্রপতির কাছে ইউজিসির বার্ষিক রিপোর্ট পেশ

সত্তর ভাগ স্নাতকের শিক্ষার মান প্রশ্নবিদ্ধ

যুগান্তর রিপোর্ট

দেশে কি বছর যারা স্নাতক ডিগ্রি লাভ করছেন, তাদের প্রায় ৭০ ভাগের মানই প্রশ্নবিদ্ধ। সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ শিক্ষার মান নিশ্চিত না করায় এ অবস্থা তৈরি হয়েছে। জানা গেছে, এ কারণে এসব গ্রাজুয়েট অনেকটাই জাতির বোঝায় পরিণত হচ্ছেন। বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা নিয়ন্ত্রণকারী সরকারি 'অ্যাপেক্স বডি' হিসেবে চিহ্নিত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) তাদের বার্ষিক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। বৃহস্পতিবার ওই রিপোর্ট সব বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ও রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। ইউজিসি চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রী) অধ্যাপক ড. একে আব্দুল চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল রিপোর্টটি রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করেন। নিয়ম অনুযায়ী আগামী সংসদে তা উপস্থাপিত হবে। রিপোর্টে বলা হয়, কতিপয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজ থেকে পাস করা স্নাতকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ। যদিও উচ্চশিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে কিন্তু শিক্ষার মান নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। এতে 'ব্রেইন ড্রেইন' ঠেকা পাচার রোধেও ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ রয়েছে।

জানা গেছে, ৪৫৪ পৃষ্ঠার রিপোর্টে ইউজিসি শিক্ষার মান নিশ্চিত এবং জাতীয় উন্নয়নে মোট ২৮ দফা সুপারিশ পেশ করেছে। মূলত ২৮টি সমস্যা চিহ্নিত পাশাপাশি সুপারিশগুলো করা হয়। অন্যান্য সুপারিশের মধ্যে মেধাপাচার রোধে গবেষণায় অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি, উচ্চশিক্ষায় বরাদ্দ বৃদ্ধি, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আবাসিক হলের সিট ভাড়া বৃদ্ধি, সেশন জট নিরসনে কার্যকর ব্যবস্থা, মেধাবৃত্তি বৃদ্ধি, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'খ্যাপ ব্যবসা' বন্ধ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থায় অবসান, উচ্চশিক্ষা কমিশন গঠন, প্রচলিত ভর্তি পদ্ধতি বন্ধ করে ভর্তি প্রক্রিয়ার আমূল সংস্কার, ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ সংশোধন, শিক্ষক নিয়োগে মেধা দক্ষতা ও যোগ্যতাকে প্রাধান্য, শিক্ষকদের শিক্ষকতায় আকৃষ্ট করতে আকর্ষণীয় বেতন কাঠামো প্রবর্তন, রাজধানী ও বিভাগের বাইরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি রয়েছে। ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক চৌধুরী যুগান্তরকে জানান, দেশের উচ্চশিক্ষার সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে কমিশন সুপারিশগুলো করে। তিনি বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষার প্রায় ৭০ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করে। তাদের মান উন্নয়ন করতে না পারলে জাতি এগিয়ে আসবে না। এ জন্য শিক্ষাবাস ও কারিকুলামের মানের উন্নয়ন জরুরি বলে জানান তিনি। তিনি বলেন, এছাড়া শিক্ষকদের ছুটি, উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাপনায় ইউজিসির কাঠামোগত অবস্থা, উচ্চশিক্ষা কমিশন গঠনসহ নানা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে। প্রসঙ্গত, দেশে বর্তমানে প্রায় লাখ শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছে।